জাতীয় মানবাধিকার কমিশন

(২০০৯ সালের জাতীয় মানবাধিকার কমিশন আইন দ্বারা প্রতিষ্ঠিত একটি সংবিধিবদ্ধ স্বাধীন রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠান)
বিটিএমসিভবন, (৯ম তলা), ৭-৯ কারওয়ান বাজার, ঢাকা-১২১৫
পিএবিএক্স- ৫৫০১৩৭২৬-২৮
ওয়েবসাইট- www.nhrc.org.bd,ই-মেইলঃ info@nhrc.org.bd

স্মারক নং: এনএইচআরসিবি/corr:G:/২০৬/১২(অংশ-৩)- ৬৭৭৭ তারিখ : ০৮/০৭/২০১৮

বিষয়: **মাদক বিরোধী অভিযান পরিচালনাকালে আইনের শাসন ও মানবাধিকার সমুন্নত রাখতে আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর প্রতি নির্দেশনা প্রসঙ্গে।**

জাতীয় মানবাধিকার কমিশন-এর ম্যান্ডেটের আলোকে কমিশন সভায় উপর্যুক্ত বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা পূর্বক সরকার কর্তৃক পুলিশ বাহিনীর জন্য প্রেরিতব্য নির্দেশনা প্রস্তুত করা হয়েছে।

০২। যা এতদসঙ্গে সংযুক্ত করে আদিষ্ট হয়ে প্রেরণ করা হল।

সংযুক্ত: দুই পাতা।

০৮/০৭/১৮

(হিরণ্ময় বাড়ৈ)
সচিব (সরকারের অতিরিক্ত সচিব)
জাতীয় মানবাধিকার কমিশন
ফোন: ৫৫০১৩৭১৬ (দপ্তর)

সচিব
জননিরাপত্তা বিভাগ
স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়
বাংলাদেশ সচিবালয়
ঢাকা।

অনুলিপি:

১. একান্ত সচিব, মাননীয় মন্ত্রী,স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা- ১০০০।
২. একান্ত সচিব, মাননীয় মন্ত্রী, আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা-১০০০।

জাতীয় মানবাধিকার কমিশন

(২০০৯ সালের জাতীয় মানবাধিকার কমিশন আইন দ্বারা প্রতিষ্ঠিত একটি সংবিধিবদ্ধ স্বাধীন রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠান)
বিটিএমসিভবন, (৯ম তলা), ৭-৯ কারওয়ান বাজার, ঢাকা-১২১৫
পিএবিএক্স- ৫৫০১৩৭২৬-২৮
ওয়েবসাইট- www.nhrc.org.bd,ই-মেইলঃ info@nhrc.org.bd

আইনের শাসন ও মানবাধিকার সংরক্ষণ: আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী কর্তৃক মাদক বিরোধী অভিযান পরিচালনায় নির্দেশনা প্রদান প্রসঙ্গে

১। পটভূমি:

মানবাধিকার সুরক্ষা ও উন্নয়নের অঙ্গীকার বাস্তবায়নের লক্ষ্যে ২০০৯ সালে আইন দ্বারা একটি সংবিধিবদ্ধ স্বাধীন রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠান হিসাবে জাতীয় মানবাধিকার কমিশন প্রতিষ্ঠা করা হয়। প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকে কমিশন দেশে মানবাধিকার সংস্কৃতি বিকাশের লক্ষ্যে নিরন্তর কাজ করে যাচ্ছে।

বাংলাদেশ যখন অমিত সম্ভাবনা নিয়ে নতুন সহস্রাব্দে এসে দাড়িয়েছে তখন দেশের তরুণ প্রজন্মের একটি বিরাট অংশ আক্রান্ত হয়েছে এক সর্বনাশা মরণ নেশায়। একটি জাতিকে অসার, পঙ্গু বা ধ্বংস করে দেওয়ার জন্য মাদকের চেয়ে ভয়ঙ্কর আর কিছু হতে পারেনা। দেশ যখন উন্নয়নের মহাসড়কে তখন মাদকের কারাগারে বন্দি হচ্ছে একটি প্রজন্ম যা দেখে সর্বস্তরের মানুষ শঙ্কিত ও উদ্বিগ্ন। তাই মাদকমুক্ত সমাজ প্রতিষ্ঠায় সরকারের দৃঢ় অবস্থান বা জিরো টলারেন্স নীতি গ্রহণকে দেশের মানুষ স্বাগত জানিয়েছে। কিন্তু মাদক বিরোধী অভিযানের সময় সন্দেহভাজন ব্যক্তিদের বিচারবহির্ভূত হত্যাকান্ডের বিষয়ে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক গণমাধ্যমে যে সংবাদ প্রকাশিত হচ্ছে তা এই অভিযানকে প্রশ্নবিদ্ধ করে তুলছে। লক্ষ্য করা যাচ্ছে যে, মাদক বিরোধী অভিযানকালে বহু অভিযুক্ত মাদক ব্যবসায়ী ও মাদকের সাথে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি নিহত এবং আইন-শৃঙ্খলা বাহিনীর সদস্যগণ আহত হচ্ছে। বিভিন্ন জাতীয় ও আন্তর্জাতিক গণমাধ্যমে বহু হতাহতের প্রতিবেদন প্রকাশিত হচ্ছে যা কোনভাবেই কাম্য নয়।

জাতীয় মানবাধিকার কমিশন আইন ২০০৯ এর ১২ (ঘ), (ড) ও (ঢ) ধারা অনুসারে, কমিশন মানবাধিকার সংরক্ষণের জন্য সংবিধান বা আপাত: বলবৎ কোন আইনের অধীন স্বীকৃত ব্যবস্থাদি পর্যালোচনা এবং উহাদের কার্যকর বাস্তবায়নের জন্য সরকারের নিকট সুপারিশ; মানবাধিকার সংরক্ষণ ও উন্নয়নের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় আইন ও প্রশাসনিক নির্দেশনা প্রণয়নের ব্যাপারে সরকারকে পরামর্শ ও সহযোগিতা প্রদান এবং দেশের প্রচলিত আইন ও প্রশাসনিক কর্মসূচির মাধ্যমে গৃহীতব্য ব্যবস্থা যাতে আন্তর্জাতিক মানবাধিকার মান ও নিয়মের মধ্যে হয় সে লক্ষ্যে সরকারের নিকট সুপারিশ করে থাকে । উক্ত ম্যান্ডেট এবং কমিশন সভার সিদ্ধান্তের আলোকে নিম্মোক্ত নির্দেশনাটি প্রস্তুত করা হয়েছে:

২। গ্রেপ্তার এবং তৎপরবর্তীকালে আইন -শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পর্কিত আইনি বিধান:

ক) সংবিধান:

জীবন ধারণের অধিকার মানুষের সর্বশ্রেষ্ঠ অধিকার যা সুরক্ষা করা রাষ্ট্রের দায়িত্ব। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের ৩২ নং অনুচ্ছেদে উল্লেখ করা হয়েছে যে, জীবন ও ব্যক্তিস্বাধীনতা হতে কোন ব্যক্তিকে বঞ্চিত করা যাবে না। উক্ত অনুচ্ছেদ অনুসারে আইন অনুযায়ী গৃহীত ব্যবস্থা ব্যতীত এমন কোনো ব্যবস্থা গ্রহণ করা যাবে না যাতে কোনো ব্যক্তির জীবন, স্বাধীনতা, দেহ, সুনাম বা সম্পত্তির হানি ঘটে।

বাংলাদেশ সংবিধানের ৩৫(৩) নং অনুচ্ছেদ অনুসারে ফৌজদারি অপরাধের দায়ে অভিযুক্ত প্রত্যেক ব্যক্তি আইনের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত স্বাধীন ও নিরপেক্ষ আদালত বা ট্রাইব্যুনালে দ্রুত ও প্রকাশ্য বিচারলাভের অধিকারী হবেন। তাই আইন-শৃঙ্খলা বাহিনীর দায়িত্ব হল অপরাধের দায়ে অভিযুক্ত ব্যক্তিদের আইনের আওতায় এনে শাস্তি নিশ্চিতকরণের ব্যবস্থা গ্রহণ করা। এই অনুচ্ছেদের পরিপন্থী কোন কার্যক্রম গৃহীত হলে তা সংবিধান পরিপন্থী কার্যক্রম হিসাবে পরিগণিত হয়। এ ধরনের পরিস্থিতির যেন উদ্ভব না হয় সেজন্য প্রয়োজনীয় সকল ব্যবস্থা গ্রহণ করা সমীচীন।

খ) মানবাধিকার সংক্রান্ত আন্তর্জাতিক দলিল:

মানবাধিকারের সর্বজনীন ঘোষণাপত্রের তৃতীয় অনুচ্ছেদ অনুসারে, প্রত্যেকেরই জীবন ধারণ, স্বাধীনতা ও ব্যক্তিগত নিরাপত্তার অধিকার রয়েছে এবং দশম অনুচ্ছেদ অনুযায়ী প্রত্যেকেরই তার অধিকার ও দায়িত্বসমূহ এবং তার বিরুদ্ধে আনীত যেকোন ফৌজদারী অভিযোগ নিরূপণের জন্য পূর্ণ সমতার ভিত্তিতে একটি স্বাধীন ও নিরপেক্ষ আদালতে ন্যায্য ও প্রকাশ্য শুনানী লাভের অধিকার রয়েছে।

মানবাধিকার সংক্রান্ত ৯টি মূল আন্তর্জাতিক সনদের মধ্যে নাগরিক ও রাজনৈতিক অধিকার সংক্রান্ত আন্তর্জাতিক সনদসহ (আইসিসিপিআর) ৮টি সনদে বাংলাদেশ অনুস্বাক্ষরকারী রাষ্ট্র। বেঁচে থাকা প্রত্যেক মানুষের সহজাত অধিকার। এই অধিকার আইন দ্বারা সুরক্ষিত। কোন ব্যক্তিকে তার বেঁচে থাকার অধিকার থেকে অযথা বঞ্চিত করা যাবে না (আইসিসিপিআর-এর অনুচ্ছেদ-৬)। প্রত্যেকেরই ব্যক্তিগত স্বাধীনতা ও নিরাপত্তা লাভের অধিকার রয়েছে (অনুচ্ছেদ-৯)। নিজের অধিকার ও দায়িত্ব নির্ধারণ এবং নিজের বিরুদ্ধে আনীত ফৌজদারি অভিযোগ নিরূপণের জন্য প্রত্যেকেরই পূর্ণ সমতার ভিত্তিতে একটি স্বাধীন এবং নিরপেক্ষ আদালতে প্রকাশ্য শুনানী লাভের অধিকার রয়েছে (অনুচ্ছেদ-১০)।

গ) ফৌজদারী কার্যবিধি:

কথা বা কার্য দ্বারা হেফাজতে আত্মসমর্পণ করা না হলে পুলিশ অফিসার বা অপর কোন গ্রেপ্তারকারী ব্যক্তি গ্রেপ্তার করার সময় যাকে গ্রেপ্তার করা হচ্ছে প্রকৃতপক্ষে তাঁর দেহ স্পর্শ বা আটক করবেন (ধারা ৪৬ (১))। এরূপ ব্যক্তি গ্রেপ্তারের চেষ্টায় বাধা দিলে বা গ্রেপ্তার এড়ানোর চেষ্টা করলেই উক্ত পুলিশ অফিসার বা অপর ব্যক্তি গ্রেপ্তার কার্যকর করার জন্য প্রয়োজনীয় সকল কৌশল ব্যবহার করতে পারবেন (ধারা ৪৬ (২))। মৃত্যুদন্ড বা যাবজ্জীবন কারাবাসের শাস্তিযোগ্য কোন অপরাধে অভিযুক্ত নয়, এরূপ ব্যক্তিকে গ্রেপ্তারের ক্ষেত্রে এমন কোন অধিকার দেওয়া হয়নি যাতে ঐ ব্যক্তির মৃত্যু ঘটানো যেতে পারে (ধারা ৪৬ (৩))। বিনা ওয়ারেন্টে গ্রেপ্তারকারী পুলিশ অফিসার অনাবশ্যক বিলম্ব না করে গ্রেপ্তারকৃত ব্যক্তিকে সংশ্লিষ্ট ম্যাজিস্ট্রেট বা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তার নিকট নিয়ে যাবেন বা প্রেরণ করবেন (ধারা ৬০)। পুলিশ অফিসার বিনা ওয়ারেন্টে গ্রেপ্ততারকৃত ব্যক্তিকে সামগ্রিক পরিস্থিতি বিবেচনায় যুক্তিসঙ্গত সময় অপেক্ষা অধিককাল আটক রাখবেন না (ধারা ৬১)। ম্যাজিস্ট্রেটের বিশেষ আদেশ না থাকলে এরূপ আটকের সময় গ্রেপ্তারের স্থান হতে নিকটস্থ ম্যাজিস্ট্রেট আদালতে নিয়ে যাওয়ার সময় বাদ দিয়ে ২৪ ঘণ্টার বেশী হবে না (ধারা ১৬৭)। গ্রেপ্তারী ওয়ারেন্ট কার্যকর করার ক্ষেত্রে পুলিশ অফিসার বা অপর কোন ব্যক্তি অনাবশ্যক বিলম্ব না করে গ্রেপ্তারকৃত ব্যক্তিকে সংশ্লিষ্ট আদালতে হাজির করতে আইনত বাধ্য (ধারা ৮১)। গ্রেপ্তারের সাথে সাথে সাক্ষীদের উপস্থিতিতে আসামিদের দেহ তল্লাশী করতে হবে এবং প্রাপ্ত মালামালের তালিকা প্রস্তুত করতে হবে। ঐ তালিকার একটি কপি আসামিকেও দিতে হবে (ধারা ৫১ ও ১০৩)। পলায়ন প্রতিরোধের জন্য যতটুকু প্রয়োজন, গ্রেপ্তারকৃত ব্যক্তির উপর অবশ্যই তার চেয়ে বেশী বল প্রয়োগ করা যাবে না (ধারা-৫১ ও ১০৩)।

ঘ) পুলিশ রেগুলেশন অব বেঙ্গল:

একজন পুলিশ অফিসার গুলিবর্ষণের পূর্বে অথবা গুলির নির্দেশ দানের পূর্বে সর্তকবাণী উচ্চারণ করবেন। গুলি বর্ষণ সকল সময়ই নির্ধারিত লক্ষ্যে নিয়ন্ত্রিত ও পরিচালিত হওয়া উচিত। একেবারে অপরিহার্য পরিস্থিতি ব্যতীত কোনরূপ বড় রকমের ক্ষতি সাধন করা উচিত নয় (প্রবিধান-১৫৪)। প্রবিধান ১৫১(৩) এর অধীনে অধিনায়ক পুলিশ অফিসার বল প্রয়োগের এবং ম্যাজিস্ট্রেট গুলি চালানোর নির্দেশ দিবেন। ম্যাজিস্ট্রেট সঙ্গে না থাকলে অধিনায়ক পুলিশ অফিসার প্রয়োজন মনে করলে নিজেই শক্তি প্রয়োগ বা গুলি চালানোর নির্দেশ দিবেন (প্রবিধান-১৫৫)। পুলিশ অস্ত্রসস্ত্র ব্যবহারের পর মৃতদেহ থাকলে সেগুলো লাশ-ঘরে এবং আহতদের হাসপাতালে পাঠাবে, কার্তুজের খোল গুলো সংগ্রহ করবে এবং ইস্যুকৃত রাউন্ড সংখ্যার সাথে মিলিয়ে দেখবে (প্রবিধান-১৫৬)। অস্ত্রসস্ত্র ব্যবহার যুক্তিযুক্ত হয়েছে কি-না, এবং সংশ্লিষ্ট প্রবিধানগুলো যথাযথভাবে মান্য করা হয়েছে কি-না, তা খতিয়ে দেখার জন্য পূর্ণাঙ্গ নির্বাহী তদন্ত অনুষ্ঠিত হতে হবে। গুলি বর্ষণের সাথে যিনি জড়িত তার উর্ধ্বতন পদ-মর্যাদার ব্যক্তি অর্থাৎ (i) জেলা ম্যাজিস্ট্রেট, অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিস্ট্রেট , সুপারিন্টেন্ট, অতিরিক্ত সুপারিন্টেন্ট গুলিবর্ষণের সাথে জড়িত থাকলে কমিশনার তদন্ত করবেন; (ii) মহকুমা ম্যাজিস্ট্রেট, সহকারী সুপারিন্টেন্ট বা ডেপুটি সুপারিন্টেন্ট গুলি বর্ষণের সাথে জড়িত থাকলে জেলা ম্যাজিস্ট্রেট বা অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিস্ট্রেট তদন্ত করবেন; এবং (iii) অন্যান্য ক্ষেত্রে জেলা ম্যাজিস্ট্রেট বা অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিস্ট্রেট বা মহকুমা ম্যাজিস্ট্রেট বা জেলা ম্যাজিস্ট্রেট কর্তৃক মনোনীত একজন ম্যাজিস্ট্রেট তদন্ত চালাবেন (প্রবিধান-১৫৭)।

৩। মাদক বিরোধী অভিযান পরিচালনাকালে আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর প্রতি নির্দেশনা প্রদানের জন্য সরকারের প্রতি পরামর্শ:

"প্রজাতন্ত্রের সকল ক্ষমতার মালিক জনগণ এবং জনগণের পক্ষে সেই ক্ষমতার প্রয়োগ কেবল সংবিধানের অধীন ও কর্তৃত্বে কার্যকর হইবে।" (বাংলাদেশ সংবিধানের ০৭ নং অনুচ্ছেদ)

ক) মাদক বিরোধী অভিযান ও তদন্তসমূহ বাংলাদেশের সংবিধান, দেশে প্রচলিত আইন, উচ্চ আদালতের নির্দেশনা এবং মানবাধিকার সংক্রান্ত আন্তর্জাতিক আইনসমূহ যথাযথভাবে অনুসরণ করে পরিচালনা করতে হবে যাতে কোন বিচারবহির্ভূত হত্যাকান্ড সংঘটিত না হয়।

খ) যেহেতু জীবনের অধিকার (Right to Life) মানুষের সবচেয়ে বড় অধিকার এবং বাংলাদেশের সংবিধানসহ অন্যান্য আইন দ্বারা এটি সুরক্ষিত, যেহেতু গ্রেপ্তারকৃত ব্যক্তিকে সঙ্গে নিয়েই মাদক উদ্ধারের অভিযান পরিচালনা সংক্রান্ত বিষয়ে আইনে কোন সুনির্দিষ্ট বিধান নেই এবং যেহেতু এ ধরনের অভিযান পরিচালনায় কোনো কোনো ক্ষেত্রে আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর হেফাজতে থাকা গ্রেপ্তারকৃত ব্যক্তির অনাকাক্ষিত মৃত্যু সংঘটিত হচ্ছে সেহেতু, কমিশন মনে করে যে, গ্রেপ্তারকৃত ব্যক্তিকে সঙ্গে না নিয়ে তার প্রদত্ত তথ্যের ভিত্তিতে অভিযান পরিচালনা করতে হবে। তবে যদি গ্রেপ্তারকৃত ব্যক্তিকে অভিযান পরিচালনাকালে সঙ্গে নেওয়া একান্ত অপরিহার্য হয়, সেক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট-কে সঙ্গে নিতে হবে।

গ) মাদক উদ্ধার অভিযানে নেতৃত্ব প্রদানকারী কর্মকতা এরূপ অভিযানে অংশগ্রহণকারী সদস্যদের জীবনের নিরাপত্তা নিশ্চিত করবেন। নেতৃত্ব প্রদানকারী কর্মকর্তা তাঁর অধীনে থাকা সদস্যদের অযৌক্তিক ঝুঁকি নেওয়া থেকে বিরত রাখবেন।

ঘ) আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্যরা যেন ঝুঁকি এড়িয়ে যেতে পারেন সেজন্য তাঁদেরকে উপযুক্ত প্রশিক্ষণ ও সরঞ্জামাদি প্রদান করতে হবে।

ঙ) আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীকে বলপ্রয়োগের ক্ষেত্রে এর সঠিক প্রয়োজনীয়তা ও মাত্রা নির্ধারণপূর্বক অভিযান পরিচালনা করতে হবে।

চ) অভিযানকালে গুলিবর্ষণ/কোন অনাকাঙ্ক্ষিত মৃত্যুর ঘটনা নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট দ্বারা নির্বাহী তদন্ত (executive inquiry) নিশ্চিত করতে হবে এবং দায়ী ব্যক্তিদেরকে বিচারের আওতায় আনতে হবে।